দৈনিক বাংলা

৪

তারিখ 12 MAY 1996
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ২

বেকার যুবকদের ডোনেশন নিয়ে স্কুল স্থাপনের হিড়িক

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ পঞ্চগড়।– জেলার বিভিন্ন স্থানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের হিড়িক পড়েছে। চাকুরীর লোভ দেখিয়ে বেকার যুবকদের কাছ থেকে ডোনেশন আদায় করে এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হচ্ছে। এ সবের মধ্যে আছে হাইস্কুল, জুনিয়র হাইস্কুল ও প্রাইমারী স্কুল। এছাড়া সরকারী অনুদানের লোভও রয়েছে এইসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের পেছনে।

খোঁজ নিয়ে দেখা গেছে, এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালুর ক্ষেত্রে সরকারী নীতিমালা মানা হচ্ছে না। প্রয়োজনীয় জমি, শ্রেণী কক্ষ রিজার্ভ ফান্ড, শিক্ষক নিয়োগের নিয়মকানুন কোন কিছুরই কেউ তোয়াক্কা করছে না। মূলতঃ এক শ্রেণীর বেকার যুবকের কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং তাদের দেয়া ডোনেশন নিয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এসব প্রতিষ্ঠান চালুর উদ্যোগ নিচ্ছে।

অনেকেই প্রভাব বিস্তারের মাধ্যমে বোর্ড থেকে স্বীকৃতি এবং মহাপরিচালকের দফতর থেকে অর্থনৈতিক স্বীকৃতি আদায় করে নিচ্ছে। ফলে, স্কুলগুলোর ছাত্রছাত্রীর সংখ্যাতে কিছুই যায় আসে না।

কোন কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে ন্যূনপক্ষে ৫০ হাজার থেকে উর্ধ্বে ৭৫ হাজার টাকা এবং একজন পিয়ন নিয়োগের ক্ষেত্রে কমপক্ষে ২০ হাজার টাকা নেয়া হচ্ছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর শিক্ষক কর্মচারীদের বেতন ভাতার ক্ষেত্রে সরকারী অনুদান শতকরা ৮০ ভাগ হওয়ায় এসব চাকরি এখন পল্লী এলাকায় বেশ লোভনীয় হয়ে পড়েছে। বাড়িতে থেকে চাকরি করার এই সুযোগকে লুফে নিচ্ছেন শিক্ষিত বেকার যুবকরা।

জানা গেছে প্রার্থীদের কাছ থেকে যে ডোনেশন নেয়া হয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান উন্নয়নের নামে তার শতকরা ৭৫ ভাগ টাকা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপকদের পকেটে যায়। ফলে বিপুল অংকের অর্থ পাওয়ার পরেও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের যেমন উন্নয়ন হয় না পাশাপাশি ডোনেশনের কারণে শিক্ষকের মানও আশানুরূপ পাওয়া যায় না। ফলে, এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভাল ফলাফল আশার সম্ভাবনা থাকে না।

শিক্ষকদের চাকুরীর সময় শুধুমাত্র সরকারী অংশের অনুদানের নিশ্চয়তা দেয়া হয়। পূর্বে মূল বেতনের ৭০ শতাংশ ও বর্তমানে ৮০ শতাংশ সরকারী অংশ হওয়ায় উদ্যোক্তরা বেশী উৎসাহী হয়ে উঠেছেন। কারণ এতে শিক্ষকদের বেতনের জন্য চিন্তা করার প্রয়োজন হয় না।

এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অনুমোদনের ব্যাপারে সরকারী নীতিমালা মানা হয়েছে কিনা বিভিন্ন ক্ষেত্রে তা সরেজমিনে উচ্চ পর্যায়ের তদন্ত জরুরী হয়ে পড়েছে।

একটি প্রশংসনীয় উদ্যোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা রাজবাড়ি থেকে জানান, জেলার গোয়ালন্দ থানার দক্ষিণ উজানচরে বেসরকারী উদ্যোগে সাহাজউদ্দিন মন্ডল ইনস্টিটিউশন নামে একটি জুনিয়র হাইস্কুল স্থাপন করা হয়েছে। রাজবাড়ির জেলা প্রশাসক এ এফ এম মতিউর রহমান প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে গত ১৭ এপ্রিল আনুষ্ঠানিকভাবে এই স্কুলের শুভ উদ্বোধন করেন।

প্রায় ৪ একর জমির উপর চর অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি নির্মাণ করতে ব্যয় হয়েছে ১০ লাখ টাকা। এর সমুদয় অর্থ যোগান দিয়েছেন এলাকার ঐতিহ্যবাহী মন্ডল পরিবারের সদস্যরা।

মরহুম টিনু মন্ডলের নামানুসারে তারা গড়ে তুললেন 'টিনু মন্ডল ফাউন্ডেশন'। আর সেই ফাউন্ডেশনের অর্থ থেকেই এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

এ উপলক্ষে এক সুধী সমাবেশের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন গোয়ালন্দ থানা নির্বাহী কর্মকর্তা মোহাম্মদ হোসেন মোল্লা। বক্তব্য রাখেন ফাউন্ডেশনের প্রধান উপদেষ্টা ডাঃ মোহাম্মদ জালাল উদ্দিন, ইনস্টিটিউশনের সভাপতি আলহাজ আতিয়ার রহমান, নুরুদ্দিন আহম্মেদ, সোহরাফউদ্দিন, মোকসেদ আলী মৃধা, ফজলুল হক প্রমুখ।